গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব , পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৭

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৯

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ২০

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ২১

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশকে আরো সক্রিয়, প্রতিশ্রুতিশীল এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে এই মন্ত্রণালয় সফল দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতের সাথে স্থলসীমা নির্ধারণ ও ছিটমহল বিনিময়ে সক্ষম হয়েছে । ২০১৬ সালে গণচীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরের সময় পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক দুই দেশের সম্পর্ককে বিশেষ উচ্চতায় কৌশলগত অংশীদারিত্বে পৌঁছে দিয়েছে। ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর বাংলাদেশ-ভারত ঐতিহাসিক সম্পর্কে এক নতুন মাত্রা ও গতি সঞ্চার করেছে। এ সফরকালে স্বাক্ষরিত ৩৫টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিদ্যমান সুসম্পর্ককে আরো সুসংহত ও টেকসই করেছে। অন্যদিকে, বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে সদস্য প্রেরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অভিবাসন বিষয়ে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় সফলতার সাথে অংশ নিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করেছে । GFMD, IMO, IPU, OPCW, ISBA সহ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে । ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বের ১২৫টি দেশের প্রায় ৭০০ প্রতিনিধির অংশগ্রহণে GFMD-র ৯ম শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় যা আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের গভীর আস্থার প্রতীক । পাশাপাশি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, পোশাক শিল্প শ্রমিক অধিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাফল্যের সাথে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন এবং এ বিষয়ে সংঘটিত নেতিবাচক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তর ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে অপ্রতুল জনবল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সংকটসহ লজিস্টিকস সংক্রান্ত নানবিধ সীমাবদ্ধতা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিক-নির্দেশনায় সদর দপ্তর ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের জনবল বৃদ্ধি ও সুষমীকরণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় লাতিন আমেরিকা, মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকান দেশসমূহ বাংলাদেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কিন্তু বাংলাদেশের পণ্য ও শ্রম বাজারের জন্য বিশাল সম্ভাবনার ঐ সকল অঞ্চলে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিশন নেই । ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিশন স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি আরো বৃদ্ধি করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের আরো দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন কন্সুলার সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাবে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- স্বাগতিক দেশ হিসেবে ২০১৮ সালের প্রথমার্ধে ওআইসি-র ৪৫তম পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের সভা ঢাকায় আয়োজন করা;
- ৯ টি বাংলাদেশ মিশনে মেশিন রিডেবল ভিসা (এম. আর. ভি.) প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট প্রদানের সময়সীমা ২৫ দিন থেকে ২২ দিনে হ্রাস করা;
- লাতিন আমেরিকা, মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহে বাংলাদেশের পণ্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণ;
- কানাডার টরেন্টো, অস্ট্রেলিয়ার সিডনী তে কনস্যুলেট জেনারেল এবং রোমানিয়াতে দূতাবাস স্থাপন।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব , পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৭ সালের জুলাই মাসের ০৬ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

উপযোগিতাভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতিকে সামনে রেখে একটি দক্ষ ও আধুনিক কূটনৈতিক সার্ভিস গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে বিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উদীয়মান, আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বর্ধণ

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন ও সুসংহতকরণ
২. আঞ্চলিক, উপ- আঞ্চলিক, বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ
৩. দ্রুততর ও সুদক্ষ কনস্যুলার সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান অধিকতর সহজীকরণ
৪. বাংলাদেশের পণ্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সহায়তা
৫. জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসনসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সক্রিয়, নেতৃত্বশীল এবং সফল অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাবমূর্তির উন্নয়ন
৬. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব সুশাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ
৭. অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ
৮. বাংলাদেশের অধিকৃত সমুদ্র অঞ্চলে বিদ্যমান সম্পদ ও জীববৈচিত্রের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ
৯. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যথোপযুক্ত অভিযোজন

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. সকল রাষ্ট্র, বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
২. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং আলোচনা ও সংলাপে অংশগ্রহণ;
৩. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;
৪. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কাঠামোর অংশ হিসেবে চলমান বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে সক্রিয় এবং নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন;
৫. কূটনৈতিক এবং কনস্যুলার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে প্রবাসীগণকে বিভিন্ন কনস্যুলার এবং কল্যাণমূলক সেবা প্রদান;
৬. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা;
৭. মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল বিদেশ সফর আয়োজন, বিদেশী রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানগণের

বাংলাদেশ সফর আয়োজন এবং এতদসংক্রান্ত রাষ্ট্রাচার এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৮. অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ (যেমন, বিদেশে বাংলাদেশের পণ্যবাজার সম্প্রসারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্রমবাজার সম্প্রসারণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ) ;

৯. বৈদেশিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়/ইস্যুতে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং

১০. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি ও তৎপরতা অধিকতর দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশে নতুন নতুন মিশন স্থাপন;